দৈনিক বাংলা

28

তারিখ 04 JUN 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

মাধ্যমিক স্তরে প্রতিটি বিষয়ে ৩টি বই মুদ্রণ ও বিক্রির ব্যবস্থা

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম জানিয়েছেন, বর্তমান পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিটি বিষয়ে বাংলাদেশ টেকস্টবুক বোর্ড মুদ্রিত ও অনু-

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক স্তরে

(প্রথম পৃঃ পর)

মোদিত তিনটি বই প্রকাশক ও বিক্রেতাদের মাধ্যমে ছাপা ও বাজারজাত করা হবে।

একই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মূল পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে ক্রেতাকে কিনতে বাধ্য করা হবে না—এই শর্তে নোট বইয়ের বিকল্প গাইড বইয়ের প্রকাশনার প্রস্তাব সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন।

শনিবার সকালে লালকুঠিতে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির এক বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। সমিতির সভাপতি সংসদ সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে এর আগে স্বাগতঃ ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান এ এম নূরুল হক লিখিত বক্তব্য দেন সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ আবু তাহের। প্রস্তাব পেশ করেন অতিরিক্ত মহাসচিব আবদুর রাজ্জাক ও মানপত্র পড়ে শোনান সমিতির রাজধানী শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোমেন ভূইয়া।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করে শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, এ সংক্রান্ত তাদের মূল্যবান প্রস্তাব ও পরামর্শ সরকার বিবেচনা করবেন। পাঠ্য বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে যেসব ভুলত্রুটি রয়েছে তা সংশোধন করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য সরকার সচেষ্ট রয়েছেন।

আরও সুযোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন শিক্ষামন্ত্রী তার জন্য শিক্ষকদের বেতন ও সুবিধাদি আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর হস্তক্ষেপ করছেন না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানেও সরকারের কোন হস্তক্ষেপ নেই।

শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতা প্রতিরোধে সরকারের কঠোর নীতি ও পদক্ষেপের বর্ণনা দিয়ে বলেন, ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে দ্রুত সুফল পাওয়া গেছে।

সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ আবু তাহের বিদেশ থেকে বই অবাধ আমদানীর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন পূর্বে লাইসেন্সের মাধ্যমে একমাত্র রেফারেন্স বই ব্যতীত অন্য বই আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে "ওয়েজ আর্নার স্কীমে" অবাধ আমদানীর ফলে বিদেশ থেকে অআ কখ এবিসিডি ধারাপাত ও বাল্যশিক্ষার মত বইও আমদানী হচ্ছে। যার পরিণতিতে বাংলাদেশের প্রকাশনা মার খাচ্ছে।

তিনি অভিযোগ করেন যে অবাধ আমদানীর ফলে তথাকথিত বিনোদনমূলক অশ্লীল গল্প, হাল্কা চটুল উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বিদেশী বইয়ে আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে।